ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

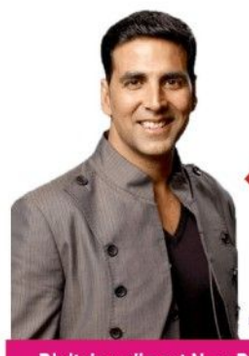

'ওএমজি ২' সিনেমায় কেনো পারিশ্রমিক নেননি অক্ষয়!

পৃঃ ৫

পিএসজিতে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না: মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩৩ ● কলকাতা ● ০৭ ভাদ্র, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৪ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নবান্নকে হুঁশিয়ারি দিয়ে

৬৫১ কোটি পাঠাল মোদী সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্ত অনুযায়ী পঞ্চায়েত ও পুর এলাকার উন্নয়নে কেন্দ্রের বরাদ্দ পাঠানোর কথা। সেই অনুযায়ী বাংলার জন্য ৬৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের সরকার । কিন্তু অর্থ দফতরকে পাঠানো ওই চিঠিতে এক প্রকার হুঁশিয়ারিও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ১০ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে টাকা না পাঠালে ১০ শতাংশ করে সুদ গুণতে হবে রাজ্য সরকারকে।পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই টাকাগুলি একেবারেই স্থানীয় উন্নয়নে খরচ করা হয়। ধরা যাক, কোথাও কমিউনিটি টয়লেট দরকার। তখন জেলা প্রশাসন স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তা নির্মাণ করতে এই খাত থেকে অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। বা ধরা যাক, কোথাও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটা জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করতে হবে। তখন এই খাত থেকে অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। শিশুদের খেলার পার্ক, বৃষ্টির জল ধরে রাখার প্রকল্প, ওয়াটার এটিএম, শ্মশানের চুল্লি ইত্যাদি খাতে এই টাকা খরচ হয়।

নবান্নের এক কর্তার মতে, জেলা প্রশাসনের অনেকের কাজের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। নইলে ভাল করে পরিকল্পনা করলে এই টাকা

এরপর ৩ পাতায়

চাঁদে ইতিহাস গড়তেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে

উচ্ছ্বাস প্রকাশ মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইতিহাস তৈরি করল ভারত। চাঁদের জমিতে সফল অবতরণ করল চন্দ্রযান ৩। ভারতের চন্দ্রযান-৩ যখন চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করল, তখন জোহানেসবার্গে বসে পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফলে ইসরোর সদর দফতরে বসে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সেই উতকণ্ঠার মুহূর্তগুলির সাক্ষী থাকলেন তিনিও।

আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দেশগুলিতে মহাকাশ অভিযানের সাফল্যে বেসরকারি বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানকে সফল ভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামানোয় আগামী দিনে ভারতের মহাকাশ অভিযানে বেসরকারি বিনিয়োগ পেতে আরও সুবিধা হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে স্যাটেলাইট নির্ভর ব্যবসা এবং মহাকাশযান তৈরির সংস্থাগুলি আগামী দিনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।তবে দূর দেশ থেকে। এই নিয়ে কিছুটা আক্ষেপ মেটাতে তাই চন্দ্রযান-৩ অবতরণের সময় ভার্চুয়াল উপস্থিতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে তিনিও এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন।

চাঁদের জমি লয়ান্ডার বিক্রম স্পর্শ করতেই সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলেন, "আমার পরিবার,

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর ৭০,০০০ এর অনুদান

নিলই না কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপেক্ষার আর কিছুদিন। পুজোর ঢাকে কাঠি। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উতসব দুর্গাপুজোর মাত্র দু'মাস বাকি। ইতিমধ্যে পুজো কমিটিগুলি জোর কদমে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে। মঙ্গলবার পুজো কমিটির কর্ণধারদের সঙ্গে নেতাজি ইন্দোর স্টেডিয়ামে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।প্রসঙ্গত, প্রতি বছরই দুর্গাপুজোয় বড় চমক বড় চমক নিয়ে হাজির হয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার। এই যেমন গত বছরই আজাদি কা অমৃত মহোতসবের থিমে তৈরি লালকেল্লা ও আলোকসজ্জা দেখতে রীতিমতো জনতার ঢল নেমেছিল। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

এবারের দুর্গাপুজোয় বড় চমক দিতে একেবারে রাম মন্দির নিয়ে হাজির হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার। এবারে সেখানে পুজোর থিম অযোধ্যার রাম মন্দির। তবে, ইঁট পাথরের নয়। তার পরিবর্তে বাঁশ কাপড় ত্রিপল যোগে তৈরি হবে এই পূজাস্থল। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা।আর সেখানে থেকেই পুজো বিষয়ক একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দূর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পাওয়ার দ্বিতীয় বছরে দুর্গাপুজো কমিটি গুলিকে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ আরও দশ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের মমতা সরকার। রাজ্য জুড়ে প্রায় ৪৩ হাজার পুজো

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

সারাদিন কবিতা সংকলন শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]

**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল রেলব্রিজ,

মুহূর্তেই মৃত্যু ১৭ জনের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একটি নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে পড়ল মিজোরামে । মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর আজ সকালের এই দুর্ঘটনায় যে ১৭ জন মারা গেছেন তারা প্রত্যেকেই শ্রমিক। মিজোরামের সাইরাঙে সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আইজল থেকে এই দুর্ঘটনা স্থলটি খুব কাছে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা সব্যসাচী দে দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "উত্তর পূর্ব ভারতের সমস্ত অঞ্চলকে রেলপথে যুক্ত করার অন্যতম কান্ডারী ছিল এই সেতু। কয়েক বছর ধরে এই সেতু নির্মাণ করা হচ্ছিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনো নিশ্চিত নয়।" এই দুর্ঘটনার ফলে রেলের কাজ অনেকটাই পিছিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।প্রসঙ্গত, বহুদিন ধরে সরকার কাজ চালাচ্ছে রেল লাইনের সাথে মিজোরামের রাজধানী আইজলকে যুক্ত করার। সাইরাঙের এই রেল সেতু নির্মাণের কাজ সেই প্রকল্পের অধীনেই চলছিল। সূত্রের খবর নির্মীয়মান এই সেতুটি ভেঙ্গে পড়ে বুধবার সকালে। এই রেল সেতুটি যুক্ত করছিল একটি পাহাড়ের সাথে অন্য পাহাড়কে।

এই পদ্ধতিতে রেল সেতু পাতলে অনেকটাই কমে যায় দুই পাহাড়ের দূরত্ব। এর ফলে টানেল তৈরি করার ঝামেলা থাকেনা। টানেল তৈরি করতে গেলে নষ্ট হতে পারে ভারসাম্য। সোশ্যাল মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে দুর্ঘটনস্থলের ছবি। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে দাঁড়িয়ে রয়েছে চার পাঁচটি থাম। ভেঙে পড়েছে সেতুর মাঝের অংশ।

তবে সেতুর উপরের অংশের কোনও ক্ষতি হয়নি।জানা যাচ্ছে, প্রায় ৪০ জন শ্রমিক আজ সকালে সেতু নির্মাণের কাজ করছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসন দ্রুত উদ্ধারকার্যে নামে। পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্তারা ততক্ষণাত পৌঁছান দুর্ঘটনাস্থলে। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন রেলকর্তারা। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হবে।

শিগগিরি বিশ্বের উন্নত দেশে পরিণত হবে ভারত,

ব্রিকসের মঞ্চ থেকে জানালেন মোদি

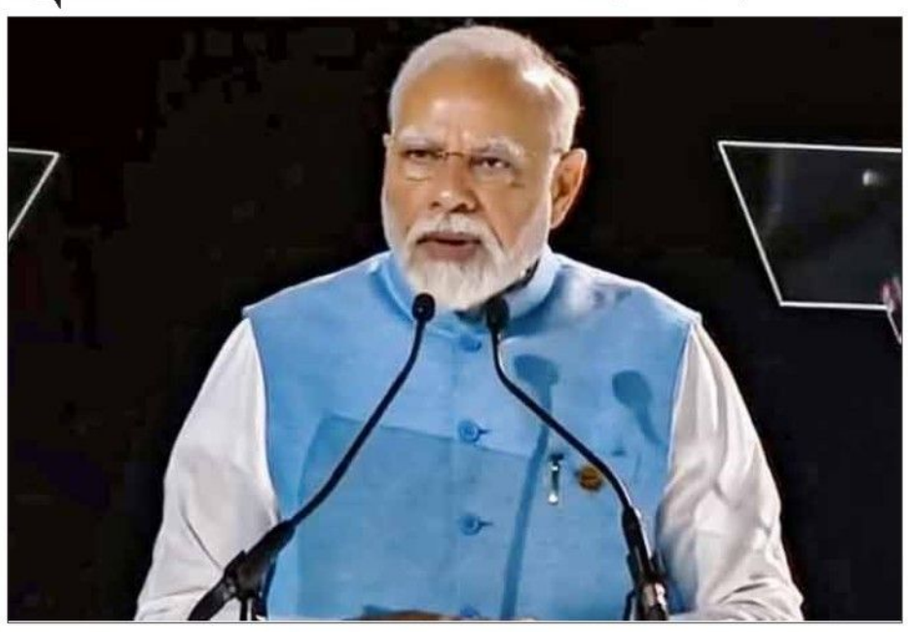

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের উন্নত দেশে পরিণত হবে। এমনই অঙ্গীকার নিয়েছে সকল ভারতীয়। গতকাল ব্রিকসের বিজনেস ফোরাম থেকে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।বুধবার সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্প্রসারণ নিয়ে ভারতের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'সদস্য দেশগুলির সম্মতি নিয়ে ব্রিকসের সম্প্রসারণকে স্বাগত জানাচ্ছে ভারত। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। জি-২০ সম্মেলনেও গ্লোবাল সাউথকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০ সদস্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আশা করি ব্রিকসের সদস্যরাও এই বিষয়টি সমর্থন করবে।'ভারত, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রাশিয়াকে নিয়ে প্রায় দেড় দশক আগে তৈরি হয়েছিল ব্রিকস গোষ্ঠী।মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয়েছে সেই জোটের পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলন। চলবে ৩ দিন। ২২ থেকে ২৪ আগস্ট । প্রথমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল জোহানেসবার্গে পৌঁছে যান মোদি। যোগ দিয়েছিলেন ব্রিকস বিজনেস ফোরামের শীর্ষ সংলাপে।

ব্রিকসের বাণিজ্য মঞ্চ থেকে মোদি অভিনন্দন জানান ব্রিকস বিজনেস কাউন্সিলকে। তিনি বলেন, 'ব্রিকস বিজনেস কাউন্সিলকে দশ বছর পূর্ণ করার জন্য অভিনন্দন। সদস্য দেশগুলির মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যখন প্রথম ব্রিকস সম্মেলন হয়েছিল তখন গোটা বিশ্ব ব্যাপক আর্থিক মন্দার মুখে পড়েছিল। সে সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে আশার আলো দেখিয়েছিল ব্রিকস গোষ্ঠী। এরপর করোনা অতিমারীর সময়েও যখন বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা ছিল তখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে ভাল কাজ করেছে এই গোষ্ঠী।'

এরপরই তিনি তুলে ধরেন ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। আশাবাদী কণ্ঠে তিনি বলেন,' বিশ্ব অর্থনীতিতে চাপানউতোর চলা সত্ত্বেও ভারত দ্রুত উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সকল ভারতীয় একজোট হয়ে ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে বিশ্বের আঙ্গিনায় উন্নত দেশে পরিণত করবে। আজ ইউপিআইয়ের একটি ক্লিকেই সরকারের সমস্ত প্রকল্প দেশের সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।'

তদন্তে সোনারপুরে পৌঁছে গেল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে রাতভর তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। আর তারপর বুধবার সকাল সকাল শহরে ফের সক্রিয় ইডি। সোনারপুরে ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলার তদন্তে পৌঁছে গেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসাররা। বুধবারে পাওয়া তথ্য অনুসারে, ইডির স্ক্যানারে আপাতত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের এক কর্মীর ফোন। সিজ করা হয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোবাইল। ফোন থেকে কোনও তথ্য কি মুছে ফেলা হয়েছে? কর্মীর ফোনে কি কোনও নির্দেশ পাঠাতেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র? জানতে ফরেনসিকে পাঠানো হচ্ছে ফোন।

সোমবার লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে রাতভর তল্লাশির সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করেন ইডি আধিকারিকরা। এবার সিজ করা হল তাঁর ফোন। অন্যদিকে, অভিযানের সময় উদ্ধার হওয়া হার্ড ডিস্ক থেকে তথ্য উদ্ধার করতে সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিচ্ছে ইডি। ঝাড়খণ্ডের বেআইনি বালি খাদান মামলার তদন্তে রাজ্যের মোট ৩ টি জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান। ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলায় সোনারপুরে পৌঁছে গেল ইডি। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লিতে বর্ণালী রায় নামে এক মহিলার বাড়িতে বুধবার সকাল থেকে তল্লাশি চালাতে শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, তাঁর সদ্য প্রয়াত স্বামী অরুণ রায়ের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডে বেআইনি বালি খাদান দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

বুধবার , তাঁর স্ত্রী বর্ণালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা। এই দুর্নীতিকাণ্ডে, দেশের মোট ২০ টি জায়গায় বুধবার তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোম ও মঙ্গলবার কলকাতায় তদন্ত চালায় ইডি। সোমবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর অফিসে ঢুকে মঙ্গলবার বেরোন ইডি আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে দাবি, কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে রাতভর তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে ১ হাজার পাতার নথি, বেশ কয়েকটি লেজার বুক, ডিজিটাল নথি ও হার্ড ডিস্ক। কালীঘাটের কাকু-র সূত্রেই নিউ আলিপুরে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি করে ইডি।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : পঞ্চদশ ব্রিকস শিখর সম্মেলনের ফাঁকে জোহানেসবার্গে ২৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি শ্রী সিরিল রামাফোসার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। প্রতিরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নাগরিক সমঝোতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করেন দুই নেতা। পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলিতে সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে দুই নেতা মতবিনিময় করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি রামাফোসা জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে আফ্রিকি ইউনিয়নকে এই দেশগোষ্ঠীর পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। নতুন দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলে রামাফোসা জানান। ব্রিকস শিখর সম্মেলনের চমৎকার আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতি রামাফোসাকে অভিনন্দন জানান। সুবিধাজনক কোনো সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রপতি রামাফোসা। প্রধানমন্ত্রী তা গ্রহণ করেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পিএমএনআরএফ থেকে

আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মিজোরামে সেতু দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে টুইটে জানানো হয়েছে: "মিজোরামে সেতু দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উদ্ধার কাজ চলছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করা হচ্ছে। পিএমএনআরএফ থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। প্রধানমন্ত্রী @narendramodi"

যাদবপুরকাণ্ডে র‍্যাগিং এর প্রমাণ পেয়েছে

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন

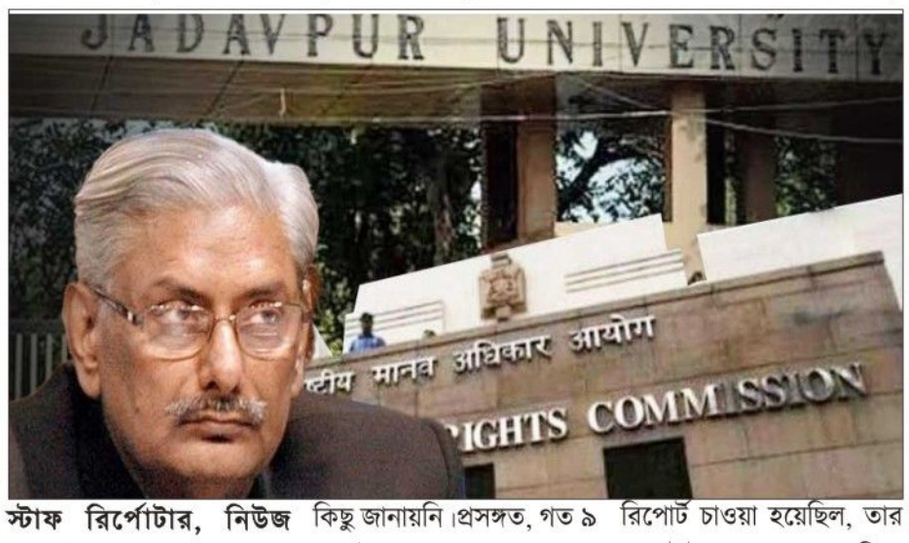

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুরকাণ্ডে র‍্যাগিং এর প্রমাণ পেয়েছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের তদন্তকারী দল। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে। সেই রিপোর্ট এবং সাক্ষীদের বয়ান খতিয়ে দেখেই র‍্যাগিং এর প্রমাণ মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এবিষয়ে রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু জানিয়েছেন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এ বিষয়ে কিছু জানায়নি।প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের নীচে নগ্ন রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় প্রথম বর্ষের বাংলা বিভাগের ছাত্রকে। পরেরদিন বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার নেপথ্য কারণ হিসেবে র‍্যাগিং এর অভিযোগ তোলে পরিবার। এই ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত প্রাক্তনী ও পড়ুয়া মিলিয়ে ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বহু ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রার বলেন, "যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল, তার পুরোটাই আমরা জমা দিয়ে দিয়েছি। কমিশন আমাদের র‍্যাগিংয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে কিছু জানায়নি।" অবশ্য বুধবারেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছেও রিপোর্ট পাঠানোর কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বুধবারেই সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউজিসির কাছেও দুটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। সেই রিপোর্টে ইউজিসি সন্তুষ্ট নয় বলেই জানা যায়।

পাঞ্জাব, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানা সহ

৭ টি রাজ্য ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে এগিয়ে

নতুন দিল্লি ২৩ অগাস্ট : নিউজ সারাদিন : খরিফ মার্কেটিং সিজন (কেএমএস) ২০২৩-২৪-এ খরিফ শস্য সংগ্রহ নিয়ে ২১-০৮-২০২৩ তারিখে রাজ্যগুলির খাদ্য সচিব এবং ভারতীয় খাদ্য নিগমের (এফসিআই) এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ভারত সরকারের খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের সচিব।

গত বছরের ৫১৮ এলএমটি-র তুলনায় আসন্ন (কেএমএস) ২০২৩-২৪ (খরিফ শস্য)-এ ৫২১.২৭ এলএমটি ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। যদিও গতবছর প্রকৃত পক্ষে খরিফ শস্য সংগৃহীত হয়েছিল ৪৯৬ এলএমটি। কেএমএস ২০২৩-২৪ (খরিফ শস্য)-এ পাঞ্জাব (১২২ এলএমটি), ছত্তিশগড় (৬১ এলএমটি), ছত্তিশগড় (৫০ এলএমটি) এবং তেলেঙ্গানায় (৫০ এলএমটি) ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে । এরপরে রয়েছে ওড়িশা (৪৪.২৮ এলএমটি), উত্তরপ্রদেশ (৪৪ এলএমটি), হরিয়ানা (৪০ এলএমটি), মধ্যপ্রদেশ (৩৪ এলএমটি), বিহার (৩০ এলএমটি), অন্ধ্রপ্রদেশ (২৫ এলএমটি), পশ্চিমবঙ্গ (২৪ এলএমটি) এবং তামিলনাড়ু (১৫ এলএমটি)।

কেএমএস ২০২২-২৩ (খরিফ ও রবি)-এ সংগৃহীত ৭.৩৭ এলএমটি-র তুলনায় কেএমএস ২০২৩-২৪-এ দানাশস্য/মিলেট (শ্রীঅন্ন) সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ৩৩.০৯ এলএমটি। মিলেটের সংগ্রহ এবং ব্যবহার ক্রমশ বাড়তে থাকায় ভারত সরকার মিলেট বন্টনের সময়সীমা পরিবর্তন করেছে। সেইসঙ্গে মিলেটের জন্য আন্তঃরাজ্য পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা, ২ শতাংশ হারে প্রশাসনিক ফি ধার্য করা এবং ৬টি ছোট মিলেটের সংগ্রহের গাইডলাইনেও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

বৈঠকে খাদ্য দফতরের প্রধান সচিব /সচিব, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাত, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খন্ড, কর্নাটক, রাজস্থান, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এফসিআই-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, খাদ্য ও গণবন্টন দফতর, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের পদস্থ আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মহাকাশের সুপার লিগে ভারত',

ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চন্দ্রযান-৩ অভিযান সফল হতেই ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'চন্দ্রযান-৩-কে অভিবাদন। এর বিস্ময়কর সাফল্যকে অভিবাদন। ইসরোকে অভিবাদন। চাঁদে সফলভাবে মহাকাশযান পাঠানোর অভিযানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের চমকপ্রদ কৃতিত্বকে অভিবাদন।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেছেন, 'চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে বিক্রম ল্যান্ডারের সফট ল্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে। যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

চাঁদে ইতিহাস গড়তেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ মোদির

আমরা দেখলাম ইতিহাস তৈরি হতে। জীবন ধন্য হয়ে গেল। এমন ঐতিহাসিক ঘটনা গোটা জীবনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ঘটনা নয়া ভারতের প্রমাণ, এই ঘটনা সমস্যার মহাসাগর পার করার মতো, এই মুহূর্ত ভারতের উদীয়মাণ ক্ষমতার প্রমাণ। আমরা পৃথিবীতে সংকল্প নিয়েছি, আর চাঁদে আমরা তা সফল করেছি।"প্রধানমন্ত্রী বলেন, "টিম চন্দ্রযানকে, বিজ্ঞানীদের আমার শুভেচ্ছা। তাঁরা এই মুহূর্তটির জন্য বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম করেছেন। ১৪০ কোটি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। ভারতের উদয়মান ভাগ্যের আহ্বান এই মুহূর্তে। অমৃতকালের আহ্বান। অন্তরীক্ষে নতুন ভারতের উদয়। আমি এখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও এখানেই ছিল।"

চাঁদে বিক্রম পা রাখার পর জাতীয় পতাকা নাড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। তার পর ভাষণ দিতে শুরু করেন। বুধের এই অভিযান সফল হলে, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন (অধুনা রাশিয়া), আমেরিকা এবং চিনের পর ভারতই চতুর্থ দেশ হিসেবে জায়গা পেল ইতিহাসে, যারা চাঁদের মাটি ছুঁতে সফল হয়েছে। একাধিক কারণে ভারতের জন্য এই অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামনের বছর লোকসভা নির্বাচনও রয়েছে।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর ৭০,০০০ এর অনুদান নিলই না কলকাতা

কমিটির জন্য এবার ৭০,০০০ টাকা করে অনুদান ঘোষণা করেছে রাজ্য।

গতবছর পুজো অনুদান ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছিল ৬০ হাজার টাকা। আর এবার এক লাফে তা ৭০,০০০। গতকাল তৃণমূল সুপ্রিমোর এই ঘোষণার পরই আনন্দে ফেটে পড়ে রাজ্যের পুজো কমিটি গুলি। তবে সেখানেও কিন্তু ব্যতিক্রম। সরকারি অনুদান ঘোষণা হওয়ার পরেই পাল্টা সেই অনুদান ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল খাস কলকাতার একটি নামী পুজো কমিটি। জানিয়ে রাখি, কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার রাজ্য সরকারের এই অনুদান গ্রহণ করছে না বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বিজেপি নেতা সজল ঘোষ ।

মঙ্গলবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে নেতা লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তিনি ইমাম ও পুরোহিত ভাতা বাড়িয়েছে। আজ পুজো কমিটিগুলোকে ৭০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সবিনয়ে এই অনুদান ফিরিয়ে দিল।'

১-ম পাতার পর

নবান্নকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ৬৫১ কোটি পাঠাল মোদী সরকার

দিয়ে এমন কিছু কাজ করা যায় যাতে গ্রাম-গরিবের অনেক সুরাহা হতে পারে।অর্থাত কোনও পুরসভার জন্য ১ কোটি টাকা পাঠানোর কথা। ১০ দিনের বেশি সময় পেরিয়ে গেলে ওই ১ কোটি টাকার উপর ১০ শতাংশ সুদ দিয়ে তা পাঠাতে হবে।

দ্রুত অর্থ বরাদ্দের জন্য কেন্দ্র যখন একদিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ঠিক তখনই আরও একটি ছবি প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। দেখা গিয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে পাওয়া টাকার মধ্যে ২৫০০ কোটি টাকা এখনও জেলাগুলি খরচ করতে পারেনি। এতে খুবই চটেছেন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তিনি জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন, দৈনিক টার্গেট ঠিক করে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই টাকা খরচ করতে হবে।কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থ সময়ে খরচ না করে কিংবা পঞ্চায়েত-পুরসভাগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে না পাঠিয়ে ফেলে রাখার বাতিক বহু রাজ্যের রয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক ভাবে রুগ্ন রাজ্যগুলি তা করে থাকে। কারণ, ওই টাকার উপর যে সুদ জমা হয়, সেটাও এই সব রাজ্যের একটা আয়ের উতস। বাংলায় এই রোগের সংক্রমণ বাম জমানাতেই হয়েছিল। পরে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সেই ধারা সযত্নে চালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু কেন্দ্র এখন স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে যে এভাবে টাকা ফেলে রেখে তা থেকে সুদ বাবদ আয় করতে পারবে না রাজ্য সরকার।কেন্দ্র একদিকে যখন বরাদ্দের চিঠি পাঠিয়েছে তখন সোমবার অর্থ কমিশন খাতে বরাদ্দ টাকার ব্যবহার নিয়ে একটা রিভিউ বৈঠক হয়েছে নবান্নে । তাতে দেখা গেছে, বেশ কিছু জেলার পারফরমেন্স খুব খারাপ। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ পাওয়া টাকার মধ্যে ২৪৭৩ কোটি টাকা খরচই হয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কাছে ২৭২ কোটি টাকা করে পড়ে রয়েছে। মালদহে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা খরচ করা হয়নি। বাঁকুড়ার কাছেও প্রায় ১৩০ কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। জেলাস্তরে এই করুণ ছবি দেখার পর মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন, জেলাগুলিকে এবার কাজে মন দিতে হবে। আসল সমস্যা রয়েছে জেলা পরিষদ স্তরে। দুই, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, বীরভূম ও মালদহের পারফরমেন্স ন্যাক্কারজনক। জেলাস্তরে এই করুণ ছবি দেখার পর মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন, জেলাগুলিকে এবার কাজে মন দিতে হবে। আসল সমস্যা রয়েছে জেলা পরিষদ স্তরে। দুই, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, বীরভূম ও মালদহের পারফরমেন্স ন্যাক্কারজনক। মুখ্য সচিব সোমবারই জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, কেন্দ্র থেকে যে কোনও দিন নতুন বরাদ্দ আসবে। সেই টাকা কোথায় খরচ করা হবে, তার প্ল্যানিংও এখন থেকেই করে রাখতে হবে। কার্যত এ কথা বলতে বলতেই সোমবার নতুন বরাদ্দের চিঠি আসে দিল্লি থেকে।

ভারতের জেলে বন্দি রয়েছেন নাতি,

দেশে ফেরাতে ভারতে এলেন বাংলাদেশের দাদু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এপার বাংলা আর ওপার বাংলা। মাঝে কাঁটাতারের বেড়া। ওপারের বাসিন্দাদের আত্মীয়রা থাকেন এপারে। আবার এপারের বাসিন্দাদের আত্মীয়রা থাকেন ওপারে। কিন্তু মনের টান যে থেকেই যায়। আর সঙ্গে থাকে আবেগ। নাতির খোঁজে ভারতে আসা এক বাংলাদেশি বৃদ্ধের চোখে ধরা পড়ল সেই আবেগ। জেনে নিন সেই কাহিনি।তিনি গত সোমবার রাতে গেলে সীমান্ত দিয়ে এদেশে এসেছেন। এরপর নাতির খোঁজে আদালতে। সূত্রের খবর, আগামী ৩০ অগস্ট বাংলাদেশি যুবক সুইতকে আদালতে তোলা হবে। এরপর তাঁকে দেশে ফেরানোর অনুমতি মিলবে কি না সেটা তখনই ঠিক হবে। নাকি খালি হাতে দেশে ফিরতে হবে বৃদ্ধ আবুল হোসেনকে তার জন্য আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

তবে এভাবে নাতিকে ফেরাতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে বৃদ্ধ নাতির ততপরতা মন ছুঁয়ে গিয়েছে ভারতের আইনজীবীদেরও। আসলে ছোটবেলায় সুইতের বাবা মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে কোথাও কাজ জুটছিল না। এরপর মায়ের সঙ্গে রাগ করে সীমান্ত টপকে এদেশে চলে এসেছিলেন। কিন্তু দুই বাংলা যে আর এক নয়। দুই প্রতিবেশী দেশে এভাবে অবৈধভাবে প্রবেশ করা যায় না। তবে এবার বাংলাদেশের সুইতকে তার দাদু কি আদৌ ফেরাতে পারবেন? আইনি জটিলতার বাইরেও বড় হয়ে উঠেছে আবেগ।ধানতলা থানার পুলিশ তাকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গ্রেফতার করে।

কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কেন ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিলেন সুইত রহমান? আসলে বাংলাদেশে কাজের কোনও খোঁজ পাননি তিনি। এরপরই তিনি রাগ করে দেশ ছাড়েন।

এদিকে সুইতের গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপরই এনিয়ে খোঁজখবর করা শুরু করেন বাংলাদেশে থাকা পরিবারের লোকজন। এরপর সুইতের দাদু আবুল হোসেন নাতিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশ থেকো সোজা ইন্ডিয়ায়। মাঝে পাসপোর্ট-ভিসা করতে তার কয়েকদিন দেরি হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে আসতে তিনি একেবারে বদ্ধপরিকর। এরপর তিনি পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে সোজা ভারতে চলে আসেন। খুঁজতে-খুঁজতে এরপর রানাঘাট আদালতে চলে আসেন তিনি। কারণ তিনি খোঁজ পেয়েছিলেন রানাঘাট উপ সংশোধনাগারে রয়েছে তাঁর নাতি।

বয়সের ভারে জীর্ণ শরীর। তবু মনের জোর কমেনি এতটুকু। সেই ওপার বাংলার ঝিনাইদহ থেকে এতটা পথ আসা। পথশ্রমেও বৃদ্ধ ক্লান্ত। কিন্তু তাঁর একমাত্র আশা হল নাতিকে যেমন করে হোক দেশে ফেরাতে হবেই।

বিমানবাহিনীর প্রধানকে বরখাস্ত করলেন ভ্লাদিমির পুতিন

মস্কো: নিউজ সারাদিন : ভাড়াটে সৈন্য ওয়াগনার বাহিনীর প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিনের ঘনিষ্ঠ হওয়ার মূল্য চোকাতে হল জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিনকে। রুশ বিমানবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেছেন ভ্লাদিমির পুতিন। যদিও চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়নি। বিমানবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।গত জুন মাসে আচমকাই মস্কোর সামরিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন প্রিগোজিন। ইউক্রেন সীমান্ত ছেড়ে মস্কো অভিমুখে যাত্রাও করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকোশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় বিদ্রোহে ইতি ঘটান ওয়াগনার প্রধান। ওই বিদ্রোহের পিছনে প্রিগোজিন ঘনিষ্ঠ রুশ জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিনের পরোক্ষ মদত ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। ওয়াগনার বাহিনীর বিদ্রোহের পরে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুরোভিকিনকে। ফলে নানা জল্পনা দানা বেঁধেছিল। অবশেষে বুধবার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা 'আরআইএ' জানিয়েছে, বিমানবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সুরোভিকিনকে। সুরোভিকিনের জায়গায় রুশ বিমানবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে কর্নেল জেনারেল ভিক্টর আফজালোভকে।

গত বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পরে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিন। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ইউক্রেনে যুদ্ধরত রুশ সামরিক ইউনিটের কমান্ডার-ইন-চিফের দায়িত্বও সামলেছিলেন। তাঁর পরামর্শের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের ওয়াগনার বাহিনীকে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

ক্রিকেট কিংবদন্তী এবং ভারতরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শচীন তেন্ডুলকর

ভোটদাতাদের ভোটদানে উৎসাহ দিতে ইসিআই-এর জাতীয় আইকন হিসেবে ব্যাট করার জন্য এক নতুন ইনিংস শুরু করেছেন

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট কিংবদন্তী এবং ভারতরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রী শচীন রমেশ তেন্ডুলকর ভারতের নির্বাচন কমিশনের হয়ে ভোটদাতাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষাদানের জন্য ও জাতীয় আইকন হিসেবে আজ এক নতুন ইনিংস শুরু করেছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার, নির্বাচন কমিশনার শ্রী অরূপ চন্দ্র পান্ডে এবং শ্রী অরুণ গোয়েলের উপস্থিতিতে নতুন দিল্লিতে আকাশবাণী রঙ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিন বছরের মেয়াদে এই কিংবদন্তীর সঙ্গে এক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। আসন্ন নির্বাচনে, বিশেষ করে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে তেন্ডুলকরের অতুলনীয় প্রভাবকে কাজে লাগাতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশন এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নাগরিকদের, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায় ও শহুরে মানুষদের মধ্যে ভোটদান সম্পর্কিত উদাসীনতা কাটিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছে। শচীন তেন্ডুলকর ভারতের নির্বাচন কমিশনের জাতীয় আইকন হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের মতো প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে যুবসম্প্রদায় দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধূলার সময় টিম ইন্ডিয়ার জন্য যেভাবে 'ভারত, ভারত'-বলে হৃদয় স্পন্দিত হয়, আমাদের মূল্যবান গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একইভাবে হৃদয় স্পন্দিত হতে পারে। এটি করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হ'ল ভোটদানে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তিনি জানান, দেশের প্রতিটি প্রান্তের তরুণরা যখন নির্বাচনী গণতন্ত্রে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করবেন, তখন আমরা দেশের জন্য এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ দেখতে পাব।

অনুষ্ঠানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার বলেন, শচীন তেন্ডুলকর শুধু ভারতের একজন আইকন নন, বিশ্বব্যাপী তাঁর সম্মান রয়েছে। শ্রী কুমার আরও বলেন, শচীন তেন্ডুলকরের বর্ণময় কর্মজীবনই হ'ল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার প্রভাব খেলাধূলার বাইরেও প্রসারিত। এই কারণেই ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোটারদের ভোটদানের উৎসাহ যোগাতে শচীন তেন্ডুলকর-কে জাতীয় আইকন হিসেবে বেছে নিয়েছে। শচীন তেন্ডুলকর ভোটারদের সচেতনতা প্রসারে বিভিন্ন আলোচনামূলক টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন এবং ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার চালাবেন। এর লক্ষ্য হ'ল ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে ভোটারদের অবগত করা এবং দেশ গঠনে ভোটাররা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার ছাত্রছাত্রীরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে ভোটদানের গুরুত্বের উপর একটি উপস্থাপনা দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করেন।

২ পাতার পর

মহাকাশের সুপার লিগে ভারত', ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

মহাকাশ ইতিহাসে সোনালি অধ্যায় যোগ করল ভারত।'

রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সারা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইসরোর বিজ্ঞানীদের এই কৃতিত্বে গর্বিত। সবাই ইসরোকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।আমাদের বিজ্ঞানীরা দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রমাণ দিয়েছেন। ভারত এখন মহাকাশের সুপার লিগে। এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন। আসুন, আমরা সবাই এই রাজকীয় মুহূর্ত উদযাপন করি এবং জ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের আরও উন্নতি কামনা করি। ভারতকে অভিবাদন, জয় হিন্দ।' মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বাংলার সাধারণ মানুষও ইসরোর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। দলমত নির্বিশেষে সবাই বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই সাফল্যের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'এক্স'-এ শুভেন্দু লিখেছেন, 'ইতিহাস গড়ার জন্য ইসরোকে অভিনন্দন। চন্দ্রযান-৩ অভিযানের বিক্রম সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করেছে। আমরা প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের নিষিদ্ধ দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চিনের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে আমরা চাঁদে রোভারকে কাজে লাগাতে পারছি। আশা করি ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান সব কাজই সফলভাবে করতে পারবে এবং চন্দ্রযান-৩ অভিযান দুর্দান্ত সাফল্য পাবে। ভারতমাতার জয়, জয় হিন্দ।'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'চন্দ্রযান-৩ অভিযানের সাফল্যের সঙ্গে ভারত প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু স্পর্শ করল। মহাকাশে নতুন যাত্রা ভারতের উচ্চাকাঙ্খাকে নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মহাকাশ প্রকল্পের জন্য সারা বিশ্বের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ভারত। ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য মহাকাশের পথ খুলে যাচ্ছে। এর ফলে আমাদের যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি হবে।'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য প্রতিটি ভারতীয়র মিলিত সাফল্য। সারা দেশের ১৪০ কোটি মানুষ আনন্দিত। ৬ দশকের দীর্ঘ মহাকাশ গবেষণায় আরও একটি কৃতিত্বের সাক্ষী থাকল দেশ।'

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ও চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এটি ভারতের জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা ২৪ আগস্ট, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ০৭ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

গরিবকে ভাতে মেরে পুঁজিবাদীদের তাবেদারি! মোদি সরকারের নীতিকে তোপ অমিত মিত্রের

অর্থনীতিতে মজবুত করতে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে জোর দিচ্ছে বাংলার সরকার। অন্যদিকে শিল্পপতিদের মুনাফা আরও বাড়াতে তাদের কর ছাড় থেকে শুরু করে ঋণ মুকুব করেছে মোদি সরকার। বেঙ্গল গ্লোবাল সামিটের প্রেক্ষাপটে বুধবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে মোদি সরকারের এই নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ অমিত মিত্র।এদিন পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, ২০১০-১১ অর্থবর্ষে পরিকাঠামো খাতে খরচ ছিল ২,২২৬ কোটি টাকা। সেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পরিকাঠামো খাতে খরচ ১৫.৩ গুণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৪,০২৬ কোটি টাকা। সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। ২০১০-১১ সালে সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রে খরচ ৬,৮৪৬ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে হয়েছে ৮২,১৮০ কোটি টাকা। অর্থাত বিগত ১০ বছরে এইখাতে খরচ বৃদ্ধি করা হয়েছে ১২ গুণ। অমিত মিত্র জানান, যানজট এড়াতে উড়ালপুলের ওপর জোর দেওয়া, নিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহের উন্নয়ন ঘটিয়ে বর্তমান সরকার বিনিয়োগের আদর্শ পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও জানান, "ব্যাঙ্কগুলি বিপুল পরিমাণে ঋণ দিয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। আমরা যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলাম তার থেকে বেশি ঋণ দিয়েছে ব্যাঙ্কগুলি। তারই সুফল পাচ্ছেন উদ্যোগপতিরা।" আমরি হাসপাতাল, টাটা স্টিলের যৌথ উদ্যোগ টিএম ইন্টারন্যাশনাল লজিস্টিকস লিমিটেড, টিটাগড় রেল সিস্টেম লিমিটেডের পাশাপাশি ওয়াও মোমোর সিইও উপস্থিত ছিলেন এদিনের আলোচনায়। বাংলায় বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের প্রশংসা করেন প্রত্যেকেই এবং ভবিষ্যতে আরও লগ্নি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন সকলেই।ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যে বড় শিল্পে লগ্নি টানার চেষ্টার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের শিল্পোন্নয়নকে ভিত্তি করেই সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে রাজ্যে। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের প্রেক্ষাপটে দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিদের পাশে নিয়ে ড: অমিত মিত্র জানালেন, কেন এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে সেরা গন্তব্য। আর এই প্রসঙ্গেই মোদি সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "কন্যাশ্রী ,লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ তুলে দিচ্ছে। এর ফলে বাজারে চাহিদা তৈরি হয়েছে যার সুবিধা পেয়েছে শিল্পমহল। অথচ মোদি সরকার করোনাকালে এর ঠিক বিপরীত কাজটাই করেছিল।" অমিত মিত্র বলেন, "করোনার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেট কর কমিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ভেবেছিল,কর্পোরেটরা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোখাতে বিনিয়োগ করবে। যদিও তারা করেনি। বরং কর্পোরেট সংস্থাগুলি তাদের মুনাফা বাড়িয়েছিল। তার একটাই কারণ, বিপুল পরিমাণে কর কমিয়ে দেওয়া। তখন তো সব শিল্প উতপাদন প্রায় বন্ধ ছিল। ফলে, হ্রাস হওয়া করের টাকা পুরোপুরি তাদের মুনাফায় যোগ হয়েছে।"একইসঙ্গে তিনি সংযোজন করেন, 'মার্কিন মুলুকে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ভুল ছিল। করোনা কালে দেশে কোনও চাহিদাই ছিল না। এই ভুল নীতি গ্রহণ না করে সঠিক ভারসাম্য বজায় রেখেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সামাজিক খাতে ব্যায় বরাদ্দ বাড়িয়েছিল রাজ্য। গত বছরে এই খাতে ৮২,১৮০ কোটি টাকা খরচ করেছে রাজ্য সরকার।' যারফলে বাংলায় বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে বলে তিনি জানান। অমিত মিত্র বলেন, বাংলায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা করে দিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিও ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী নভেম্বরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্যে সম্মেলনে। ইতিমধ্যেই সেগুলি মন্ত্রিসভায় পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যবসার সুবিধা করে দিতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে খরচ বাড়ানো হয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

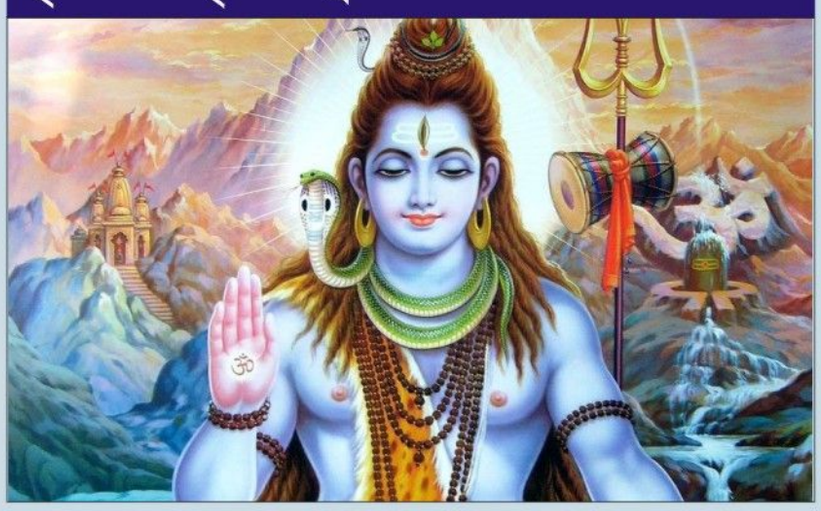

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মাথায় জটা, জটায় সাপ আর পরনে বাঘছালই অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে দেয় শিব ঠাকুরকে। শিবের কাহিনি অনাদি কালের। হরপ্পা সভ্যতায় পূজা পেতেন এক যোগী পশুপতি। পরবর্তী কালের আর্য ঋষিরা পশুপালক ভেষজরক্ষক একাদশ রুদ্রের স্তোত্র রচনা করেছেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মানুষের মধ্যেই ভগবান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

পক্ষে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে এবং আমি যদি তোমার পক্ষে থেকে যুদ্ধ করি তবে এটি অধর্ম হবে। পত্রের উত্তরে যুধিষ্ঠির লিখলেন, ধর্মের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এটাই মানতে হবে যে, আপনি যদি দুর্যোধনের আতিথেয়তা গ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনাকে তার পক্ষ থেকেই যুদ্ধ করা উচিত। এভাবে সাতটি অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবদের পক্ষে এবং এগারোটি অক্ষৌহিণী কৌরবদের পক্ষে ছিলো। এর পর যুদ্ধের দিনক্ষণ এবং নিয়ম নিশ্চিত করা হল। ভগবান ও অর্জুন দিব্যা রথে বসে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন এবং উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল, তখন অর্জুন শ্রী কৃষ্ণকে বলেন যে ভগবান আমার রথ যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখান থেকে নিয়ে যান, আমি উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীকে দেখতে চাই, তখন ভগবান কৃষ্ণ ভীষ্ম পিতামহ ও দ্রোণাচার্যের সামনে রথ নিয়ে গেলেন, তখনই অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়ে বললেন যে, এরা দুজন আমার গুরু, এঁদের সঙ্গে আমি কী করে যুদ্ধ করব ? ভীষ্ম পিতামহ আমাকে এত ভালোবাসেন, আমি কিভাবে তাঁকে হত্যা করতে পারি ? অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়ে বলেন, আমি যুদ্ধ করব না এবং তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে বসে পড়লেন । অতঃপর ভগবান উপদেশ দিলেন এবং তিনি অর্জুনকে নিমিত্ত বানিয়ে আমাদের সকলকে এই উপদেশ দিয়েছেন, যা পৃথিবীর যে কোন ক্ষেত্রে, যে কোনো সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার, সুখময় জীবনের সূত্র। ভগবান কৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই কথোপকথন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল এবং এটি যুদ্ধের পূর্ববর্তী। সময়ে ঘটিত হয়েছিল। সঞ্জয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর দশ দিন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, যখন ভীষ্ম পিতামহ শরসজ্জায় শায়িত হলেন, তখন সঞ্জয় এই সংবাদ দিতে হস্তিনাপুরে যান, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন, আমাকে যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে বিস্তারিত ভাবে সব বলুন। তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত দৃষ্টান্ত শুনিয়েছিলেন।

শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, আদিপুরুষ বিভিন্ন অবতারে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই সমস্ত অবতারেরা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন এবং তাঁদের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ বরাহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং গর্ভসমুদ্র থেকে তাঁর দশনাগ্রে পৃথিবীকে উত্তোলিত করেছিলেন। ব্রহ্মান্ডের যে অর্ধভাগে জল রয়েছে, দৈত্য হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে সেখানে ফেলে দেয় এবং শ্রীকৃষ্ণ বরাহরূপে কেবল পৃথিবীকে উদ্ধারই করেননি, তিনি সেই দৈত্যটিকে সংহারও করেছিলেন। অন্য আরেকটি সময় ভগবান একটি ছোট্ট মৎস্যরূপে একটি ছোট্ট পাত্রে আবির্ভূত হন এবং কালক্রমে তিনি বর্ধিত হতে থাকায় তাঁকে একটি জলাশয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও সেই মৎস্যটি বড় হতে থাকেন এবং অবশেষে বিরাট আকৃতি ধারণ করে, তিনি মনুকে বলেন, "প্রলয়ের কাল সমুপস্থিত হয়েছে। সমস্ত বেদ একত্রিত করে তুমি একটি নৌকায় সেগুলি রাখ এবং আমি সেইগুলি রক্ষা করব।" তাই জয়দেব গোস্বামী তাঁর প্রার্থনায় গেয়েছেন, "হে ভগবান! আপনি মীন-রূপ ধারণ করে প্রলয়ের প্লাবন থেকে বেদ উদ্ধার করেছিলেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় সাতশ' বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রার্থনায় ভগবানের বিভিন্ন অবতারের মহিমা কীর্তন করেছেন। জয়দেব গোস্বামী ছিলেন এক মহান ভক্ত এবং তিনি 'গীতগোবিন্দ' নামক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক একটি অতি প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। তাঁর অন্য একটি প্রার্থনায় তিনি ভগবানের কূর্ম অবতারের মহিমা কীর্তন করেছেন। এক সময় দেবতা এবং অসুরেরা মন্দর পর্বতে মন্থনদন্ড করে সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন। সেই মন্থন-দন্ডটি ভগবানের কূর্ম-রূপের পৃষ্ঠে অবস্থান করেছিল। তাই জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন, "আপনি কূর্মরূপে আবির্ভূত হয়ে মন্থনদন্ড ধারণ করেছিলেন।"

ছিলেন এক মহান ভক্ত এবং তিনি 'গীতগোবিন্দ' নামক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক একটি অতি প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। তাঁর অন্য একটি প্রার্থনায় তিনি ভগবানের কূর্ম অবতারের মহিমা কীর্তন করেছেন। এক সময় দেবতা এবং অসুরেরা মন্দর পর্বতে মন্থনদন্ড করে সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন। সেই মন্থন-দন্ডটি ভগবানের কূর্ম-রূপের পৃষ্ঠে অবস্থান করেছিল। তাই জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন, "আপনি কূর্মরূপে আবির্ভূত হয়ে মন্থনদন্ড ধারণ করেছিলেন।"এদিকে আর এক অবতরণে ভগবান নৃসিংহ রূপ ধারণ করেন পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর নাস্তিক পিতার অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদে একটি স্তম্ভ থেকে ভগবান নরসিংহ রূপে সেই অবতরণে আবির্ভূত হন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল যে, সে কোন মানুষ বা পশুর হাতে নিহত হবে না। তাকে বধ করবার জন্য তাই ভগবান নরসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন, যে রূপে তিনি মানুষও নন, আবার পশুও নন। আমরা অনেক সময়ই ভাবি যে, আমরা চালাকি করে ভগবানকে প্রতারণা করব, কিন্তু ভগবান আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান, তাই তাঁকে কখনও ঠকানো যায় না।

আর একটি অবতরণে ভগবান বামনদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বলি মহারাজ তখন ত্রিভুবন জয় করে দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করেছিলেন। তাই দেবতাদের পুনরায় স্বর্গে অধিষ্ঠিত করবার জন্য বামনদেব বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ-বালককে বলি মহারাজ তা দিতে সম্মত হন। বামনদেব তখন তাঁর এক পদের দ্বারা ব্রহ্মান্ডের ঊর্ধ্বভাগ অধিকার করেন এবং অপর পদের দ্বারা ব্রহ্মান্ডের বাকি অর্ধাংশ অধিকার করেন। বলি মহারাজ তখন তাঁকে বলেন, "আপনার তৃতীয় পদ স্থাপন করার আর কোন জায়গায়ই তো নেই, সুতরাং আপনি আমার মাথার উপর আপনার তৃতীয় পদটি স্থাপন করুন।" ভগবান তখন বলি মহারাজের মস্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করে তাঁকে পাতাললোকে প্রেরণ করে কৃপা করেন।

আর এক সময় স্বেচ্ছাচারী ক্ষত্রিয় রাজাদের দন্ডদান করার জন্য তিনি পরশুরাম রূপে আবির্ভূত হয়ে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। মহাভারত থেকে জানা যায় যে, তখন কিছু ক্ষত্রিয় পালিয়ে গিয়ে ইউরোপে বসতি স্থাপন করে এবং এখনকার ইউরোপীয়রা সেই ক্ষত্রিয়দেরই বংশধর।

শ্রীরামচন্দ্র রূপে অবতরণ করে তিনি দশমুখ বিশিষ্ট অসুর রাবণকে সংহার করেন এবং আদর্শ রাজা রূপে পৃথিবী শাসন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম রূপে তিনি অবতরণ করেন। তাঁর সেই রূপ অত্যন্ত মনোরম, তাঁর অঙ্গকান্তি দুধের মতো সাদা এবং তাঁর পরনে নীল বসন। এক সময় তিনি যমুনা নদীর প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং যমুনাকে তাঁর হলের দ্বারা আকর্ষণ করতে উদ্যত হন। তখন যমুনা অত্যন্ত ভীতা হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

বুদ্ধদেব রূপে তিনি অকাট্য যুক্তির দ্বারা বৈদিকতত্ত্ব খন্ডন করেন এবং তাই তাঁকে নাস্তিক বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার। বৈদিক নির্দেশের অজুহাতে তখন যে অসংখ্য পশুহত্যা হচ্ছিল তা বন্ধ করার জন্য তিনি বেদের নিন্দা করে মানুষকে বেদ-বিমুখ করেন, এবং অহিংসার বাণী প্রচার করেন।

এই কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি অবতার রূপে আবির্ভূত হবেন। বেদের বর্ণনা অনুসারে থেকে ৪,২৭,০০০ বছর পর কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন এবং সমস্ত নাস্তিকদের নিধন করবেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার মাধ্যমে তাঁর উপদেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু কল্কি অবতারে তিনি কোন উপদেশ দেবেন না। কলিযুগের শেষে মানুষ এত অধঃপতিত হয়ে যাবে যে, তারা কোন উপদেশ গ্রহণে অভিলাষী হবে না; তাই তখন তাদের হত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। ভগবান যখন কাউকে নিধন করেন, তখন সে মুক্তি লাভ করে। সেটি হচ্ছে ভগবানের সর্বমঙ্গলময়তার একটি প্রকাশ; তিনি রক্ষা করুন, অথবা হত্যা করুন, উভয়ই চরম মঙ্গলদায়ক। তাই কলিযুগের শেষে কল্কি অবতার রূপে অবতরণ করে তিনি সকলকে সংহার করবেন এবং তারপর আবার সত্যযুগ শুরু হবে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান কেবল আদি পুরুষই নন, তিনি অসংখ্য অবতার রূপে বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মান্ডের বিভিন্ন স্থানে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁর সেই প্রকাশ তাঁর থেকে অভিন্ন।

ভগবান নিজেকে এইভাবে প্রকাশিত করলেও আমরা প্রায়ই তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলি, "ভগবান নেই," অথবা "আমিই ভগবান", অথবা "আমি ভগবানের কোন পরোয়া করি না।" ভগবৎ-বিদ্বেষই এই যুগের মানুষদের স্বাভাবিক মনোভাব, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান রয়েছেন এবং সর্বদাই আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। আমরা যদি ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন সবিশেষ রূপ অস্বীকার করি, তা হলে তিনি আমাদের সামনে নৃশংস মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হবেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'ওএমজি ২' সিনেমায় কেনো পারিশ্রমিক নেননি অক্ষয়!

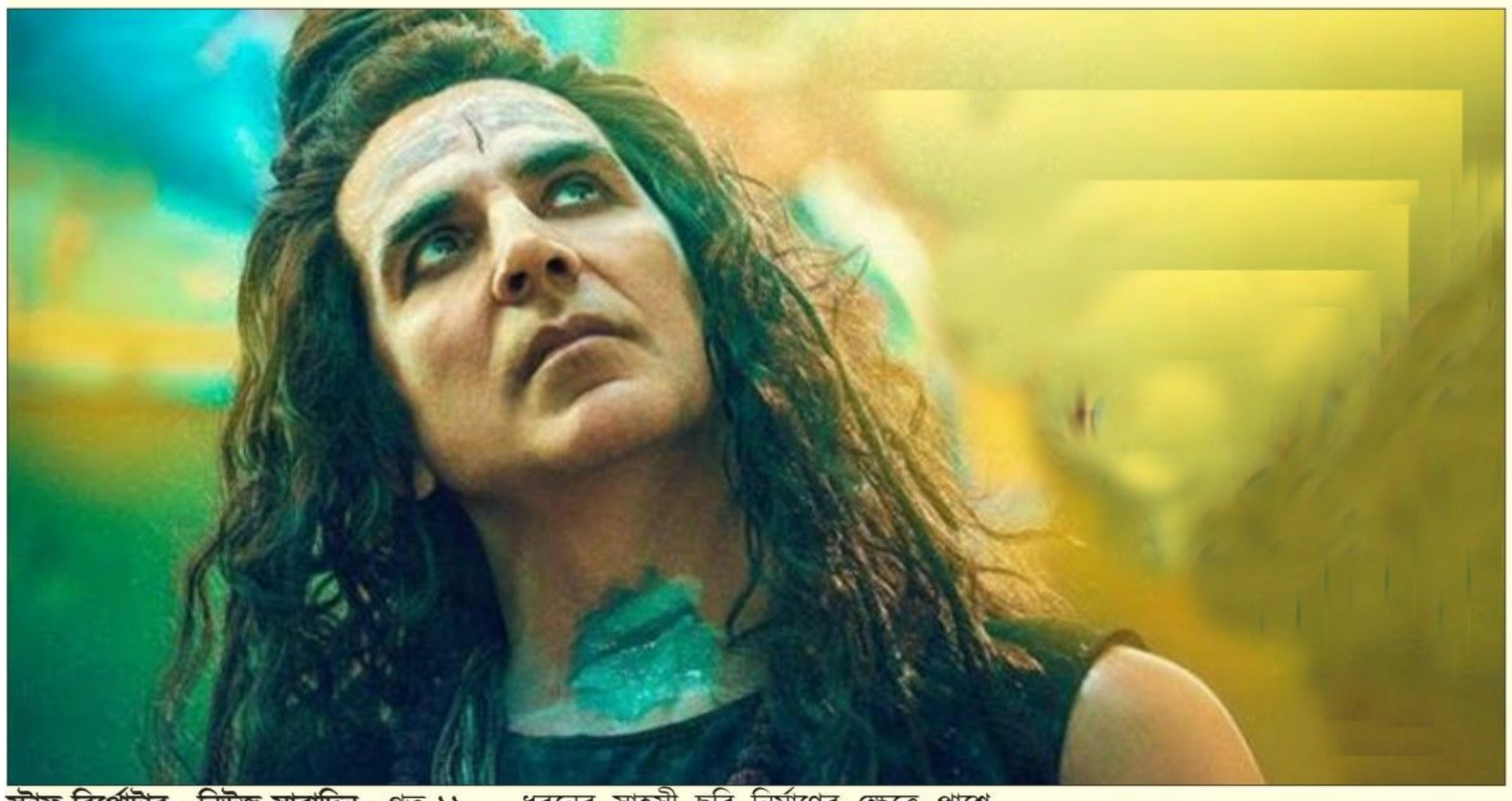

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত ১১ অগস্ট সানি দেওলের 'গদর ২' সিনেমার সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে অক্ষয় কুমার অভিনীত 'ওএমজি ২'। দুইয়ের টক্করে খানিকটা পিছিয়ে পড়লেও প্রায় ১০০ কোটি ছুঁয়েছে ছবিটি। নতুন খবর হল ছবিটির জন্য নাকি এক পয়সাও পারিশ্রমিক নেননি বলিউড খিলাড়ি।

পিঙ্কভিলাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে প্রযোজক অজিত আঁধারে জানিয়েছেন, অক্ষয় বরাবর অর্থনৈতিক এবং ক্রিয়েটিভভাবে এই ধরনের সাহসী ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে পাশে থাকেন। তাই তিনি এবারেও কোনও টাকা নেননি এই ছবির জন্য।

অজিতের কথায়, অক্ষয়ের সঙ্গে আমার বারবার স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা হয়েছে। যদিও সেটা এমনই কিন্তু আমরা দুজনেই এমন কিছু করতে চেয়েছিলাম যার অর্থ আছে। আর তাকে ছাড়া এই রিস্ক নেওয়াই যেত না। তিনি এই ছবির সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং ক্রিয়েটিভ দুই ভাবেই যুক্ত ছিলেন।

'ওএমজি ২' ছবিটাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য গতকাল অক্ষয় কুমার সমস্ত দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি 'গদর ২' ছবিকেও অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাফল্যের জন্য। অভিনেতা তার পোস্টে লেখেন, দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ ওহ মাই গদরকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্যই এবং অবশ্যই ভারতীয় ছবির ইতিহাসে অন্যতম সেরা সপ্তাহ দেওয়ার জন্য।

পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে কেন বাদ পড়তেন, কারণ জানালেন সুস্মিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের এক সময়কার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। আজও নানা কারণে চর্চায় থাকেন তিনি। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার ওয়েব সিরিজ তাল্লি। সিরিজে একজন রূপান্তরকামী সমাজকর্মীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুস্মিতা। বলিউডে পা রাখার পর থেকেই নিজের স্পষ্ট মতামতের জন্য সুস্মিতা জনপ্রিয়। তবে স্পষ্টবক্তা হওয়ার জন্য এক সময় তাকে মাশুলও গুনতে হয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, নব্বইয়ের দশকে একের পর এক বিনোদন পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অভিনেত্রীর মতে, এর নেপথ্য কারণ তার ভাবমূর্তি। সেই সময় ইন্ডাস্ট্রিতে নাকি তাকে 'নেতিবাচক অনুপ্রেরণা' বলে মনে করা হতো বলেই জানিয়েছেন সুস্মিতা। তার কথায়, "তখন সমাজ আরও রক্ষণশীল ছিল। সেখানে সাহসী কিছু বলা মানেই তাকে খারাপ বলে দাগিয়ে দেওয়া হতো।" এরই সঙ্গে প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স বলেন, "বলা হত, আমাকে যেন তাদের বাচ্চা এবং অন্যান্যদের সামনে না আনা হয়।"

তবে এই বৈষম্য নিয়ে তার মনে কোনও রকম খারাপ লাগা পুষে রাখেননি অভিনেত্রী। তার পাল্টা প্রশ্ন, "কেউ যদি আমার বাকস্বাধীনতাই কেড়ে নেয়, তাহলে আমার স্বাধীনতা বলতে আর কী রইল?"

ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে এই ভাবে তিনি আরও স্পষ্টবাদী হয়ে উঠেছেন বলে বিশ্বাস করেন সুস্মিতা।

কয়েক বছর আগে 'আরিয়া' সিরিজের মাধ্যমে অভিনয়ে প্রত্যাবর্তন করেন সুস্মিতা। কয়েক মাস আগে সিরিজের তৃতীয় সিজনের শুটিং চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হন অভিনেত্রী। হার্ট অ্যাটাকের পর অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি হয়েছে। তবে আপাতত সুস্থ হয়ে কাজে ফেরার জন্য প্রস্তুত সুস্মিতা।

কারিনা-আলিয়ার আবেদনে সাড়া করণের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আলিয়া ভাট আর কারিনা কাপুর একসঙ্গে কোনও ছবিতে? কেমন হবে? আলিয়া-কারিনা নিজেরাই বলিউড প্রযোজকদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, "কেউ প্লিজ আমাদের এক সিনেমায় কাস্ট করুন।" আর 'ননদ-ভাবী'র এমন আবেদনে সাড়া দিয়েছেন করণ জোহর।

আসলে, কাপুর পরিবারের মেয়েদের মানে রিধিমা, কারিশমা, কারিনাদের সঙ্গে আলিয়ার সম্পর্ক দারুণ। যে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানেই তাদের একসঙ্গে আড্ডার দিতে দেখা যায়। ভাই রণবীর কাপুরের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই আলিয়া ভাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কারিনা কাপুর।

দুই মাস আগে আলিয়া যখন তার হলিউড ডেবিউ 'হার্ট অফ স্টোন'-এর জন্য ব্রাজিলে উড়ে গিয়েছিলেন, তখনও মুম্বাইতে বসে আলিয়ার চিয়ারলিডার হয়েছেন কারিনা কাপুর খান। আর এবার একসঙ্গে ধামাকা দিলেন তারা। কী রকম?

নেটপাড়ার সব থেকে চর্চিত বিষয় হয়ে উঠল, আলিয়া-কারিনার দুষ্টুমিষ্টি ফটোশুট। সেখানে কাপুর পরিবারের দুই সদস্যকে দেখা গেল স্টাইলিস্ট ভঙ্গিমায়। দুই তারকাই ইনস্টাগ্রামে ফটো শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন- "কেউ প্লিজ আমাদের একসঙ্গে কোনও ছবিতে কাস্ট করুন। যাতে আমরা একে অপরের সঙ্গে সেটে সময় কাটাতে পারি।"

আর আলিয়া-কারিনার এমন ছবিতেই ফোড়ন কাটলেন পরিচালক করণ জোহর। পরিচালকের মন্তব্য, "এই স্টারকাস্ট নিয়ে আমাদের একটা সিনেমা দরকার।" রসিকতা করে অর্জুন কাপুর লিখলেন, "পু স্কোয়ার।"

দিশা পাটানি এবার পরিচালক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি। ২০১৫ সালে অভিষেক ঘটে তার। প্রথম ছবি ছিল 'লোফার'। এরপর বেশ কিছু দর্শকপ্রিয় সিনেমা উপহার দেন তিনি। বর্তমানে বেশ কয়েকটি সিনেমার কাজ তার হাতে রয়েছে। এবার পরিচালক হিসেবে অভিষেক হল দিশার।

নির্মাতা হিসেবে দিশার যাত্রা বড় পর্দা দিয়ে নয়। একটি মিউজিক ভিডিও নির্মাণের মধ্য দিয়ে এটি শুরু করেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে মিউজিক ভিডিওটির টিজার প্রকাশ করে এ খবর জানিয়েছেন দিশা নিজেই।

নিকিতা গান্ধীর গাওয়া গান নিয়ে মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন দিশা। পরিচালনার পাশাপাশি গানটিতে মডেল ও ভয়েসওভার দিয়েছেন দিশা পাটানি। আগামী ২১ আগস্ট ইউটিউবে মুক্তি পাবে গানটি।

দিশা পাটানি অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'এক ভিলেন রিটার্ন'। ২০২২ সালের ২৯ জুলাই মুক্তি পায় এটি। এ সিনেমায় তার সহশিল্পী ছিলেন জন আব্রাহাম, অর্জুন কাপুর। তবে বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয় সিনেমাটি।

দিশার হাতে বর্তমানে তিনটি সিনেমার কাজ রয়েছে। এর মধ্যে হিন্দি ভাষার 'যোধা' সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন তিনি। অ্যাকশন-ড্রামা ঘরানার এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, রাশি খান্না। তাছাড়া তামিল ভাষার 'কাঙ্গুবা' ও তেলেগু ভাষার 'কালকি' সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী।

জাপানি মিডফিল্ডার

এন্দোকে দলে ভেড়াল লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চেলসির কাছে মোইসেস কাইসেদো ও রোমেও লাভিয়াকে 'হারানোর' পর অবশেষে নতুন মিডফিল্ডার দলে টানল লিভারপুল। স্টুটগার্ট থেকে ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন জাপানের ওয়াতারু এন্দো। এক বিবৃতিতে শুক্রবার (১৮ আগস্ট) খবরটি জানিয়েছে লিভারপুল। চুক্তির মেয়াদ ও ট্রান্সফার ফি উল্লেখ করা হয়নি।

তবে বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, চার বছরের জন্য ৩০ বছর বয়সী এন্দোকে চুক্তিবদ্ধ করেছে লিভারপুল। তার জন্য ক্লাবটি গুনেছে ১ কোটি ৯০ লাখ ইউরো। ২০১৯ সালে স্টুটগার্টে এক মৌসুমের জন্য ধারে যোগ দেওয়ার পর স্থায়ী চুক্তি করেন এন্দো। ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩৩ ম্যাচে তার নামের পাশে গোল রয়েছে ১৫টি। জাপান জাতীয় দলের হয়ে ৫০টি ম্যাচ খেলেছেন অভিজ্ঞ এই ফুটবলার।

চলতি গ্রীষ্মের দলবদলে প্রথমে কাইসেদোকে দলে টানার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল লিভারপুল। কাইসেদোর সাবেক ক্লাব ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের সঙ্গে সমঝোতায়ও পৌঁছে গিয়েছিল তারা। তবে কাইসেদো শেষ পর্যন্ত বেছে নেন চেলসিকে। আরেক মিডফিল্ডার রোমেওর প্রতিও আগ্রহী ছিল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল পরে রোমেও নাম লেখান স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে। অবশেষে এন্দোকে দলে ভেড়াতে পারল লিভারপুল।

সেন্টার-ব্যাক পজিশনেও খেলতে পারেন এন্দো। তবে ক্লপের দলে তার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলার সম্ভাবনাই বেশি। এই দলবদলে লিভারপুল ছেড়ে গেছেন তিন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার ফাবিনিয়ো, জর্ডান হেন্ডারসন ও জেমস মিলনার। দলে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী মিডফিল্ডার আলেক্সিস মাক আলিস্তের ও দোমিনিক সোবোসলাইসহ কয়েকজন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চেলসির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র দিয়ে এই মৌসুম শুরু করেছে লিভারপুল।

স্টোকস নিজ থেকেই

অবসর ভেঙেছেন: বাটলার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অবশেষে অবসর ভেঙে ইংল্যান্ডের ওয়ানডে দলে ফিরেছেন অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। গত বছর ৫০ ওভারের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক এই বছরের বিশ্বকাপের আগে অবসর ভেঙে দলে ফিরেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজে দিয়ে রঙিন পোশাকের ক্রিকেটে দেখা যাবে এই অলরাউন্ডারকে।

স্টোকসকে ফেরানোর জন্য শেষ কয়েকদিন দৌড়ঝাঁপ করছিলেন ইংলিশ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক জস বাটলার। এরপর স্টোকস নিজেই জানান, ফেরার জন্য প্রস্তুত তিনি। অর্থাৎ অবসর ভাঙার সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছেন।

যদিও সর্বশেষ অ্যাশেজ শেষে আপনারা সবাই বেশ ভালোভাবে চেনেন। আমার মনে হয় না, তার সঙ্গে কথা বলে কেউ তাকে রাজি করাতে পারত। এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে আমাদের কথা হয়েছিল। সে ফিরতে চায় কিনা, আমাকে জানানোর সিদ্ধান্ত তার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমরা খুশি যে, সে ফেরার জন্য প্রস্তুত। আর যেকোনো সময় তাকে দলে স্বাগত জানাতে পারা দারুণ ব্যাপার।'

তিনি আরও বলেন, 'বেন অনেকটাই নিজের মতো কাজ করে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়। তার সঙ্গে অনেক দিন খেলেছি, তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে আমার। তাকে বিরক্ত করে বারবার বলা, 'ফিরে আসো, ফিরে আসো', আসলে বেনের সঙ্গে কাজ করার পথ এটি নয়। সে নিজের মন তৈরি করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়।'

অস্ট্রেলিয়ার হাতে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ

দেখছেন মাইক হাসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারতে। উপমহাদেশের কন্ডিশন বিবেচনায় অস্ট্রেলিয়ার জন্য বিশ্বকাপ জেতা বেশ কঠিনই হবে। তবে সেটা মানতে নারাজ মাইক হাসি।

কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, 'অস্ট্রেলিয়া মার্চে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ভারতীয় কন্ডিশনে ভালো পারফর্ম করেছে। এটি তাদেরকে বিশ্বকাপে ভালো করার জন্য প্রচুর আত্মবিশ্বাস যোগাবে।'

হাসি মনে করেন, ভারতে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ানডে বিশ্বকাপে শিরোপা জেতার মতো সকল খেলোয়াড়ই অজিদের রয়েছে। হাসি বলেন, 'আমি মনে করি অস্ট্রেলিয়ার জন্য এবার দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। কারণ দলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় একসঙ্গে রয়েছে। কি করতে হবে সেটা তারা সকলেই ভালো করে জানে। তাদের জন্য দল ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে।'

এছাড়াও স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে হাসির বিশ্বাস। মিচেল মার্শকে নিয়েও বাজি ধরেছেন তিনি। হাসি বলেন, 'পুরো টুর্নামেন্টে জাম্পা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। গত কয়েক বছর ধরে সে সত্যিই ভালো করছে। মার্শও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।'

একই সঙ্গে হাসি মনে করিয়ে দিলেন, বড় আসরে ভালো করতে হলে দলের সবাইকে একসঙ্গে জ্বলে উঠতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বকাপ জেতার জন্য আপনি কেবল দু'জনের উপর নির্ভর করতে পারবেন না। কেবল সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সফলতা এনে দিতে পারে।'

পিএসজিতে যাওয়ার

কোনো পরিকল্পনা ছিল না: মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পুরো ফুটবল বিশ্বকে অবাক করে ২০২১ সালে বার্সেলোনাকে বিদায় জানান লিওনেল মেসি। আর্থিক দুরবস্থার কারণে আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে নতুন চুক্তি পারেনি কালাতান দলটি। তাই বাধ্য হয়েই মেসিকে খুঁজে নিতে হয়েছিল নতুন ঠিকানা। চোখের জলে বার্সার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফরাসি জায়ান্ট পিএসজিতে নাম লেখান মেসি।

তবে প্যারিসে মেসির সময়টা ভালো কাটেনি। এবার মেসি জানালেন, বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার কোনো লক্ষ্য ছিল না তার। বাংলাদেশ সময় আগামী রবিবার সকালে ন্যাশভিল এসসির বিপক্ষে লিগস কাপের ফাইনালে লড়বে ইন্টার মিয়ামি। সেই ম্যাচের আগে ইন্টার মিয়ামির সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন মেসি।

সেখানে বার্সা ছাড়ার বিষয়ে এক প্রশ্নে জবাবে মেসি বলেন, 'আমি বার্সেলোনা ছাড়তে চাইনি। রাতারাতিই সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছিল। আমি বার্সেলোনায় থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে একটি ভিন্ন জায়গায় অভ্যস্ত হতে হয়েছিল। আমি যেমন শহরে থাকতাম তার চেয়ে ভিন্ন এক জায়গায় ছিল সেটা। প্যারিসে (সময়টা) কঠিন ছিল, কিন্তু এখানে (মিয়ামি) এবং আমার সঙ্গে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ বিপরীত।'

মিয়ামির জার্সিতে ৬ ম্যাচে ৯ গোল ও এক অ্যাসিস্ট করে দলকে লিগস কাপের ফাইনালে তুলেছেন মেসি। নতুন জায়গার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মেসি বলেন, 'আমি বেশ সুখী। শুধু মাঠের ফলাফলের কারণে নয়, আমার পরিবারের কারণে। শহরটি (মিয়ামি) উপভোগ করছি এবং ভক্তদের কাছ থেকে প্রথম দিন যে সম্ভাষণ পেয়েছি, তা অসাধারণ। শুধু মিয়ামিতে নয়, সার্বিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অতিথি দল হিসেবে আমাদের দালাসে যেতে হয়েছিল। আমার প্রতি সবার যে আচরণ, তা দেখার মতো ছিল। এই মুহূর্তগুলো পাওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

স্মিথ-স্টার্ককে ছাড়াই

দক্ষিণ আফ্রিকা যাবে অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দলের দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যেতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। চোটের জন্য ছিটকে গেছেন তারকা ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথ ও ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ক। ভারত সফর ও আসছে বিশ্বকাপে অবশ্য তাদের পেতে আশাবাদী অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্মিথ ও স্টার্কের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ছিলেন স্মিথ। টি-টোয়েন্টিতে ওপেন করার কথা ছিল তার। সবশেষ বিগ ব্যাশের শেষ দিকে যোগ দিয়ে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে এই পজিশনে চমক দেখান তিনি। আসরে নিজের প্রথম ম্যাচে ২৭ বলে ৩৬ রান করে আউট হন। পরের ম্যাচে রান আউট হওয়ার আগে করেন ৭ ছক্কায় ৫৬ বলে ১০৭। তৃতীয় ম্যাচে অপরাজিত থাকেন ৯ ছক্কায় ৬৬ বলে ১২৫ রান করে। টানা তৃতীয় সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে পরের ম্যাচে আউট হয়ে যান ৬ ছক্কায় ৩৩ বলে ৬৬ করে। সবশেষ অ্যাশেজে কব্জিতে চোট পান স্মিথ। বাঁ কব্জির টেন্ডনের ওই চোটে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকে বাইরে থাকতে হচ্ছে তাকে। স্মিথের বদলি হিসেবে টি-টোয়েন্টি দলে অ্যাশটন অ্যাগারকে যোগ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ওয়ানডে দলে থাকলেও চোটের কারণে শুরুতে টি-টোয়েন্টি দলে রাখা হয়নি তাকে। অস্ট্রেলিয়া হয়ে এখন পর্যন্ত ৯ ওয়ানডে ও ১৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন অ্যাগার।

স্মিথের চোটে কপাল খুলেছে মার্নাস লাবুশেনের। ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে এই সংস্করণে নিজের সামর্থ্য প্রমাণের আরেকটি সুযোগ পাচ্ছেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। এখন পর্যন্ত ২০ ওয়ানডে খেলে ৩১.৩৭ গড়ে তার রান কেবল ৮৪৭। একটি সেঞ্চুরির সঙ্গে করেছেন ৬ ফিফটি। কুঁচকির সমস্যায় ভুগছেন স্টার্ক। তাই আপাতত দেশেই থাকবেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে ভারত সিরিজে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তার। স্টার্কের বদলি হিসেবে ওয়ানডে দলে ডাকা হয়েছে স্পেন্সার জনসনকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা এই পেসার আগে থেকেই আছেন টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে। এখন পর্যন্ত ৬ লিস্ট 'এ' ও ১৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির পর ওয়ানডে সিরিজেও নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স দলের সঙ্গে যোগ দিলেও খেলবেন না বলে নিশ্চিত করেছেন আগেই। কব্জির সমস্যায় ভুগছেন অভিজ্ঞ এই পেসার। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি তিনটি হবে আগামী ৩০ অগাস্ট, ১ সেপ্টেম্বর ও ৩ সেপ্টেম্বর। এরপর ৫ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে তারা, শুরু ৭ সেপ্টেম্বর। এরপর ভারত সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচ তিনটি হবে আগামী ২২, ২৪ ও ২৭ সেপ্টেম্বর। ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মার্শ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক করা হয়েছে মিচেল মার্শকে। এদিকে ইনজুরির কারণে এই সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন স্টিভেন স্মিথ ও মিচেল স্টার্ক। এছাড়া অ্যাশেজ সিরিজে ইনজুরিতে পড়া নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও খেলতে পারছেন না টি-টোয়েন্টি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সফরের চূড়ান্ত টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দল ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

স্মিথের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পেয়েছেন অ্যাস্টন টার্নার। আর ওয়ানডে সিরিজের দলে স্মিথের পরিবর্তে মার্নাস ল্যাবুশেন ও স্টার্কের পরিবর্তে স্পেন্সার জনসন সুযোগ পেয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে না থাকলেও ওয়ানডে দলে আছেন নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। আশা করা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার সফরের শেষ দিকে তিনি খেলতে পারবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়া তিনটি টি-টোয়েন্টি ও পাঁচটি ওয়ানডে খেলবে। এই দুটি সিরিজ ৩০ আগস্ট শুরু হয়ে চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড:

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জেসন বেহরেনডর্ফ, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইঙ্গলিস, স্পেন্সার জনসন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, মার্কাস স্টয়েনিস, অ্যাশটন টার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে স্কোয়াড:

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, অ্যাশটন অ্যাগার, অ্যালেক্স ক্যারি, প্যাট কামিন্স, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, জশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইঙ্গলিস, স্পেন্সার জনসন, মার্নাস ল্যাবুশেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, তানভীর সাঙ্গা, মার্কাস স্টয়েনিস, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।

ব্রাজিল দলে ফিরলেন নেইমার,

বাদ পড়েছেন পাকেতা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপে স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় খুব ভেঙে পড়েছিলেন নেইমার। সেই থেকে জাতীয় দলের জার্সিতেও আর দেখা যায়নি তাকে। বছর না ঘুরতে আগামী বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করার লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছে দল। অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন মনে রেখে প্রত্যাশিতভাবে দলে ফিরেছেন নেইমার।

আগামী বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের প্রথম দুই রাউন্ডের জন্য শুক্রবার (১৮ আগস্ট) দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিলের কোচ ফের্নান্দো জিনিস। কাতার বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার-ফাইনালে হেরে বিদায় নেয় ব্রাজিল। এরপর তিনটি ম্যাচ খেলেছে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। কোনোটিতে স্কোয়াডেই ছিলেন না নেইমার। তবে সম্প্রতি পিএসজি ছেড়ে আল হিলালে যোগ দেওয়া এই তারকার বাছাইয়ের দলে ফেরাটা একরকম নিশ্চিতই ছিল।

আগামী মাসে বলিভিয়া ও পেরুর বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ৮ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের চারদিন পর পেরুর মাঠে খেলবে তারা। ২৩ সদস্যের দলে বাদ পড়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম চিয়াগো সিলভা, রাফিনিয়া, লুকাস পাকেতা ও এদের মিলিতাও। গত বিশ্বকাপের পর থেকেই দলের বাইরে আছেন চেলসির অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সিলভা। হাঁটুতে চোট পেয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন রেয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার মিলিতাও।

বেটিং কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠায় শেষ মুহূর্তে বাদ দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার পাকেতাকে। দল ঘোষণার সময় কোচ জিনিস বলেন, তার প্রাথমিক দলে ছিলেন পাকেতা, কিন্তু পরে বাদ দেন।

ব্রাজিল দল:

গোলরক্ষক: আলিসন (লিভারপুল), এদেরসন (ম্যানচেস্টার সিটি), বেন্তো (আতলেতিকো পারানায়েনসে)

ডিফেন্ডার: গাব্রিয়েল (আর্সেনাল), ইবানেস (আল-আহলি), মার্কিনিয়োস (পিএসজি), নিনো (ফ্লুমিনেন্স), দানিলো (ইউভেন্তুস), ভেন্দেরসন (মোনাকো), কাইয়ো এইহিক (মোনাকো), রেনান লোদি (অলিম্পিক মার্সেই)

মিডফিল্ডার: আন্দ্রে (ফ্লুমিনেন্স), ব্রুনো গিমারাশ (নিউক্যাসল ইউনাইটেড), কাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রাফায়েল ভেইগা (পালমেইরাস), জোয়েলিন্তন (নিউক্যাসল ইউনাইটেড)

ফরোয়ার্ড: আন্তোনি (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি (আর্সেনাল), মাথেউস কুইয়া (উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স), নেইমার (আল হিলাল), রিশার্লিসন (টটেনহ্যাম হটস্পার), রদ্রিগো (রেয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিউস জুনিয়র (রেয়াল মাদ্রিদ)

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR